কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত

৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

জানুয়ারী ২০১১

শ্রী রাম চন্দ্র মিশন®

India ECHOES

ONE WORLD ONE HUMANITY

2011

শুভ নববর্ষ

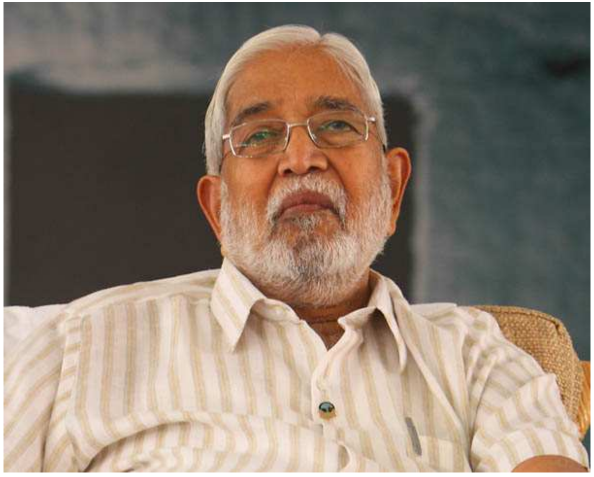

২০১০ বিগতপ্রায়, তাই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অভ্যাসীরা গুরুদেবের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য মানাপাক্কাম আশ্রমে ভীড় করে। এটা একটা অশেষ সুযোগ যখন বিগত দিনগুলোর কথা মনে রেখে, ভবিষ্যতের নতুন বছরের মুখোমুখি হওয়ার জন্য সেইভাবে নিজেদের তৈরী করে নেওয়া, যেমনটা গুরুদেব আমাদের চাইছেন। আশ্রম আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হয়েছিল এবং অভ্যাসীরাও নিজেদের মধ্যে মিলিত হয়ে পরস্পর ভাব বিনিময়ের সূযোগ পেয়েছিল।

গুরুদেব খুব সকাল থেকেই তৈরী হয়ে অভ্যাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছিলেন। ১ জানুয়ারী, ২০১১ সকালের সৎসঙ্গে প্রায় ৭০০০ অভ্যাসী উপস্থিত ছিলেন। ভ্রাঃ পি. আর. কৃষ্ণা একটা সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা রাখেন, তারপর গুরুদেব সংগীত শিল্পী ভ্রাঃ কমলেশ ও ভঃ জয়ন্তীকে সম্বর্ধনা দেন।

দীপাবলী উৎসব উদ্‌যাপন

এই সময় গুরুদেব মানাপাক্কামে ছিলেন এবং ১০০০ অভ্যাসী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। ৫ নভেম্বর দীপাবলী খুব ধূমধামের সঙ্গে আশ্রমে উদ্‌যাপিত হয়। গুরুদেব সকালে সৎসঙ্গ পরিচালনা করে আমাদের হৃদয়ে প্রেমের দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত করেন।

গুরুদেবের কুটির সহ আশ্রম প্রাঙ্গন নানা রঙের আলপনা ও আলোক সজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছিল।

১০ নভেম্বর গুরুদেব ১৫টি বিবাহ সম্পন্ন করান। প্রবল আনন্দের সঙ্গে তিনি কিছু নব–বিবাহিত দম্পতিকে বলেন – যে আধ্যাত্মিক বিবাহ বন্ধনে তিনি দুজনের হাত বেঁধে দিলেন তা যেন কখনোই শিথিল না হয়।

হায়দ্রাবাদ – ১১ থেকে ১৮ নভেম্বর

১১ নভেম্বর সকালে হায়দ্রাবাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছেই গুরুদেব সোজা ২০ কিমি দূরে কান্‌হা শান্তিবনম প্রজেক্টে চলে যান। সবরকম ক্লান্তি উপেক্ষা করে ছোট্ট কুটিরর দিকে প্রফুল্ল চিত্তে হেঁটে যান। কোন একজন ঐ স্থানের প্রতি তার উচ্ছাস প্রকাশ করলে তিনি বলেন – আমরা এখন 'রাম তাঁর কুটিরে' এই ঘটনার সাক্ষী, যা কিনা আগামী দিনের বিপুলকায় কাজের সম্ভাবনা তুলে ধরছে। তাঁর কলেজের অতি প্রবীন বন্ধু শ্রী ডি. এস. রাওয়ের সঙ্গে তিনি মধ্যাহ্নভোজ করেন। শ্রীযুক্ত রাও হায়দ্রাবাদে থাকেন। তাঁর সাথে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলির স্মৃতিচারণা বেশ উপভোগ্য ছিল। সন্ধ্যায় তিনি এক স্থানীয় অভ্যাসীর বাড়ীতে রাতে থাকার জন্য চলে যান।

পরদিন গুরুদেব থুমকুন্টাতে গেলে একজন নিয়মানুগ অভ্যাসী ও শিশু তাঁকে স্বাগত জানান। গুরুদেব সন্ধ্যা ৫ টার সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রায় ৫০০০ অভ্যাসী এই সৎসঙ্গে যোগ দেন।

শনিবার গুরুদেব অনেক তাড়াতাড়ি সকালে ঘুম থেকে ওঠেন এবং প্রফুল্লচিত্তে বাইরে দোলনায় বসেন, যা কিনা অভ্যাসীদের কাছে এক দুর্লভ মুহূর্ত ছিল। এরপর তিনি ধ্যান কক্ষের ভিতরে যান এবং সেখানে এক তরুণী তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলে, 'আপনার আজকের দিন ভালো হোক'। গুরুদেব তার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'না, আমি এসেছি তোমাকে এক সুন্দর দিন উপহার দিতে'। সকাল ন'টার সৎসঙ্গের পর অভ্যাসীদের অভিনন্দন জানানো প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তিনি তাদের আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের খবর নিচ্ছিলেন। তাদের উচিত ভালো মানের আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের জন্য সচেষ্ট হওয়া ও যত্ন নেওয়া।

গুরুদেব প্রায় ৫৫০০ অভ্যাসী নিয়ে রবিবারের সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। ধ্যান কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তিনি হঠাৎ দাঁড়িয়ে এক অসুস্থ বয়স্ক অভ্যাসীর সাথে কথা বলেন। সেই অভ্যাসীর প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ও যত্ন হৃদয়স্পর্শী। গুরুদেব বলেন যে বয়স যত বাড়ে, ব্যক্তিগত নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজন তত বেশী হয়।

অনেক মাতৃস্থানীয়া ও অনেক সম্ভাব্য মায়েরা সারিবদ্ধভাবে গুরুদেবের আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য অপেক্ষারত ছিল। তাদের একজনকে গুরুদেব বলেন,'এই পৃথিবীতে একজন স্বাস্থ্যবান সহজমার্গ শিশু নিয়ে এসো। তাকে আনার পর বোলো না যেন, সে তোমার। মনে রেখো, সে সহজমার্গের'।

শিশুদিবসে সকাল থেকে শিশুরা নীরবে অপেক্ষা করছিল গুরুদেবকে অভিনন্দন জানানোর জন্য। তাই গুরুদেব তাদের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটান। তিনি তাদের বলেন, 'মনে রেখো তোমরা সহজমার্গের শিশু। সকলকে ভালোবাসো, ভালোবাসার সঙ্গে বেড়ে ওঠো। বড়দের ও মা–বাবার আজ্ঞা পালন করো। বাবুজী মহারাজের আশীর্বাদ তোমাদের জন্য'।

১৫ নভেম্বর সোমবার। গুরুদেব জনৈক অভ্যাসীর কোম্পানীতে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। এরপর তিনি দোমালগুড়া আশ্রমে যান। বাবুজীর দোমালগুড়া আশ্রম উদ্বোধনের ছবির কাছে তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়ান। ১৯৬৭ সালের মে মাসে এই আশ্রমের উদঘাটন হয়। সেখানে সমবেত প্রায় ৫০০ অভ্যাসীর মধ্যে তিনি সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন।

শহরের উত্তরে আঞ্চলিক আশ্রম এবং দক্ষিণে কানহা প্রজেক্ট হওয়ায় দোমালগুড়া আশ্রম ভবিষ্যতে গুরুদেবের যোগ্য বিশ্রামের স্থান হতে পারে। গুরুদেব আঞ্চলিক আশ্রমকে উত্তর কৈলাস এবং কানহা প্রজেক্টকে দক্ষিণ কৈলাস ও দোমালগুড়াকে মধ্য কৈলাস আখ্যা দিয়েছেন।

কানহা প্রজেক্টে কর্মরত দলটির সঙ্গে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। প্রথম পরিকল্পনা তাঁর চিন্তানুযায়ী অগ্রসর হচ্ছে জেনে তিনি খুব প্রীত হন। তিনি বলেন, "দেখো, প্রকৃতি উঁচু পর্যায়ের কাজের কিভাবে নিজে সব সংগঠিত করে নেয়"। এরপর গুরুদেব থুমকুন্টা আশ্রমের উদ্দেশে রওনা হয়ে বিকাল ৪ টায় পৌঁছান।

১৬ তারিখ বিকালে আবহাওয়া কতক মেঘলা ছিল এবং অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছিল। গুরুদেব দোলনায় বসে জানতে চাইলেন ক্যান্টিনে কি কি তৈরী হচ্ছে। একজন গরম নমকীন নিয়ে এলো। গুরুদেব তার স্বাদ গ্রহণ করে উপস্থিত সকলের মধ্যে বিতরণ করে দিতে বললেন।

ভারতীয় বায়ুসেনা বিভাগের একদল অভ্যাসী গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাদের দেখে গুরুদেব খুব খুশী হন। তিনি মৃদু হেসে বলেন, "এই আগত মহোদয়রা যারা সবসময় আকাশে উড়ে বেড়ায় তারা কি একটু বসতে পারেন"? এরপর তিনি তাদের সিটিং দেন।

১৭ নভেম্বর বক্‌রিদের ছুটি থাকায় অভ্যাসীর সংখ্যা অনেক ছিল। গুরুদেব সকাল ন'টায় সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং হায়দ্রাবাদের একজনের প্রাক্ বিবাহ সম্পন্ন করেন। ভ্রাঃ চক্রপাণির সুন্দর বক্তব্যে আমাদের অনুশীলনে অবহেলার মানসিকতা পরিত্যাগ করতে জোর দেন ও তিনি বলেন বিশ্বস্ততার মানসিকতা এই মুহূর্তে খুবই জরুরী।

সন্ধ্যাকালীন সৎসঙ্গের পর ভঃ সৌম্যার পাঁচজন কচিকাঁচা সহযোগে নৃত্য পরিবেশনা গুরুদেব তাঁর কুটির থেকে দেখেন।

১৮ নভেম্বর গুরুদেবের ব্যস্ততম দিন। লোকের সঙ্গে দেখা করা, সিটিং দেওয়া, কম্পিউটারে কাজ ইত্যাদি। প্রবল মাথা ব্যথা সত্ত্বেও তিনি শুধু ইচ্ছাশক্তির বশে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করেন। ২–৩০ মিনিটে তিনি চেন্নাই রওনা হন।

এশিয়ার আলোচনাচক্র

২৯ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত চীন, হংকং, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, কোরিয়া, ম্যাকাউ, নেপাল, ফিলিপাইনস, শ্রীলঙ্কা, তাইওয়ান, থাইল্যাণ্ড এবং ভিয়েৎনাম থেকে ২৫০ জন অভ্যাসী এশিয়ান আলোচনাচক্রে অংশ নেয়। ভ্রাঃ পি আর কৃষ্ণা, ভ্রাঃ চক্রপাণি, ভঃ শ্রীমতি রাথোড় ও ভ্রাঃ এন প্রকাশ ঐ আলোচনাচক্রে বক্তব্য রাখেন। ২৮ নভেম্বর সৎসঙ্গের পর গুরুদেব ভারতের বাইরে এশিয়ার প্রথম আশ্রম মালয়েশিয়ার কথা ঘোষণা করেন।

উদ্বোধনী ভাষণে গুরুদেব চরিত্র নির্মাণের কথা বলতে গিয়ে বলেন, বাবুজী বলতেন "তোমার অন্তরের সবকিছু পরিবর্তন করে তোমাকে চরম শিখরে প্রেম–পূর্ণ ভাবে উন্নত করে দিতে পারি। কিন্তু বাহ্যিক জগতে আচরণ তোমার সমস্যা। মানবিক মত মূল্যবাণ গুণ যেমন ইচ্ছাশক্তি, মেধা ইত্যাদি সবই তোমার আছে, তাই এদেরকে কাজে লাগাতে হবে। শুধু তাঁর কথা শোনো, তাঁকে দেখো, তিনি যা বলেন তাই করো আর দৃষ্টি থেকে এক মিনিটের জন্য তাঁকে সরিয়ে দিয়ো না। শুধু তাঁকে অনুসরণ করো। শিশুর

মত অজান্তে মায়ের বাহুডোরে থাকো"।

গুরুদেব অভ্যাসীদের সাথে কিছু সময় কাটান। নতুন অভ্যাসীদের সঙ্গে তিনি প্রথম দিন দেখা করেন। চীন দেশের অভ্যাসীদের নানা প্রশ্নের সব উত্তর গুরুদেব এক এক করে দেন। সেখানে একজন অনুবাদকও ছিল। কিছুক্ষণ পর অনুবাদক অনুবাদ সম্পূর্ণ করার আগেই গুরুদেব উত্তর দিয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যেসব অভ্যাসীরা শুধু চীনা ভাষা জানে, কিন্তু ইংরাজী জানে না, তারাও মাথা নেড়ে বোধগম্যতার সংকেত দিচ্ছিল।

চীনে কি করে সহজমার্গ সাধনা করা সম্ভব এ বিষয়ে একজন অভ্যাসী প্রশ্ন করে, কারণ সেই দেশে খোলাখুলিভাবে তা করা সম্ভব নয়। উত্তরে গুরুদেব বলেন, মানুষকে আকর্ষণ করার জন্য একজনকে দৃষ্টান্ত–স্বরূপ তৈরী হতে হবে। সেক্ষেত্রে ভীত হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।

বিভিন্নদেশের ৫৮ জন প্রশিক্ষকের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন এবং প্রশিক্ষকের কাজ সংক্রান্ত নানা সাধারণ ও প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর দেন। সেখানে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তাঁর অফিসে দূরদর্শনের মাধ্যমে তিনি দেখেন।

বাবুজীর সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া পরিদর্শন ও গুরুদেবের সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, জাপান, চীন পরিদর্শনের ২০ মিনিটের চলচিত্র দেখানো হয়। গুরুদেবের ইচ্ছা যেন সব অঞ্চলে এই চলচিত্র দেখানো হয়।

৩ ডিসেম্বর গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করার পর ভাষণ দেন। চীন–ফরাসী আদান প্রদানের মাধ্যমে অনেক কিছু শেখার আছে এবং প্রতিটি কেন্দ্র তাদের অতীতের কাজকর্মের এক চিত্র উপস্থাপন করে। প্রেম–সিক্ত হৃদয় সঞ্জাত অনেক নতুন ধারণা সামনে আসে যা থেকে প্রতিনিধিরা নিজেদের নতুনভাবে উজ্জীবিত করতে সক্ষম হয় এবং নিজেদের দেশে আরও গভীরভাবে মিশনের কাজে নিয়োজিত হওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

বন্যার প্রকোপ

প্রবল বৃষ্টিতে মানাপাক্কাম ও তার সংলগ্ন মুগালিভাক্কাম ও গৌরী নগর এলাকায় বন্যার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। আশ্রমের আশেপাশে অভ্যাসীদের বাড়িতে বন্যার জল প্রবেশ করে। গুরুদেব সকলকে আশ্রম ছেড়ে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে বলেন এবং বাইরের অভ্যাসীদের মানাপাক্কামে আসতে নিষেধ করে দেন। বন্যার প্রকোপ কম না হওয়া পর্যন্ত আশ্রম বন্ধ ছিল। এ হেন সংকটে গুরুদেবের প্রেম ও চিন্তা এক লক্ষণীয় বিষয় ছিল।

ইউরোপীয়ান আলোচনাচক্র – ১৮ থেকে ২৩ ডিসেম্বর ২০১০

তুষারঝড়ে অধিকাংশ বিমান বন্দর বন্ধ হয়ে গেলেও প্রায় ১২০০ অভ্যাসী এই আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করে।

এই আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণকারীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে গুরুদেব তাদের নিজেদের মুখোমুখি হওয়ার পথ প্রশস্ত করে দেন এবং ভবিষ্যতে মানবসমাজে কি পরিবর্তন আনয়ন করা যেতে পারে তার উপর প্রতিফলন ধ্বনিত হয়। তাই এই আলোচনাচক্র "তোমাকে এক মূল্যবান সময় ও সুযোগ দেবে যা অপরের সঙ্গে অহেতুক বাক্যালাপে অপচয় করা উচিত হবে না। আপন মনে বসে নিজের অন্তরে ডুবে গভীর নিষ্ঠা সহকারে হৃদয়ের উত্তরকে গ্রহণ করো"।

এক নিমেষে সমগ্র অনুষ্ঠান গুরুদেবের তানে বাঁধা হয়ে গেল। অনেকগুলো নিরবতার মুহূর্ত আলোচনাচক্রের মুখ্য কার্যকলাপের অঙ্গ হিসাবে প্রস্তাবিত হয়। এছাড়া দিনে তিনটি সৎসঙ্গও এই কর্মসূচীর অন্তর্গত ছিল। গুরুদেব কয়েকজন বক্তাকে চিহ্নিত করেন এবং বক্তব্যের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে দেন। ভ্রাঃ বি চক্রপাণির বিষয় ছিল 'জীবন–সমুদ্র', ভ্রাঃ পি আর কৃষ্ণার বিষয় ছিল 'গুরুদেব এবং আমি', ভ্রাঃ কে এস সুভ্রামনিয়মের বিষয় ছিল 'গুরু ও শিষ্য'। আর 'প্রকৃত অনুশীলনের' উপর বক্তব্য রাখেন ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেল।

Being with Him

যদিও তিনি সশরীরে এই সমাবেশে উপস্থিত থাকতে পারেননি তবে কটেজে বসে দূরদর্শনে সবকিছু দেখেছেন। তাঁর খুশী তিনি সাধারণ আলাপচারিতার সময় ব্যক্ত করেন। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে কিছু গভীর বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। এমনকি সেক্ষেত্রে দৈনন্দিন জীবন, কাম ইত্যাদি বিষয় উপেক্ষা করে।

বার্লিন আশ্রমের মধ্যেই ইউরোপের প্রথম CREST গড়ে তোলার কথা তিনি ঘোষণা করেন এবং সেখানে প্রথম অধিবেশন ২০১১ বসন্তকালে হবে। যুবা অভ্যাসীদের জন্য যার বিষয় হবে প্রকৃত মানব কি অথবা কে? এছাড়া আরও ঘোষণা করেন যে, প্রথম রিট্রেট কেন্দ্র হবে ইউরোপের বর্তমান ভাদম সান্দ্রে আশ্রমে। তাঁর সমাপ্তি ভাষণে তিনি সকলকে আমন্ত্রণ জানান অন্তরে জীবনের আনন্দময় অবস্থা সৃষ্টি করতে এবং সকলকে এই অবস্থায় ঘরে ফিরে যেতে প্রস্তুত করে দেন যাতে মনে হয় ইউরোপ ভারতের এক অংশ।

নতুন প্রকাশনা

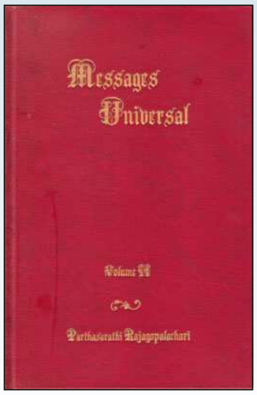
Messages Universal
Volume II
Parthasarathi Rajagopalachari

Messages Universal
Hard Bound

Messages Universal Volume II
Parthasarathi Rajagopalachari

Messages Universal

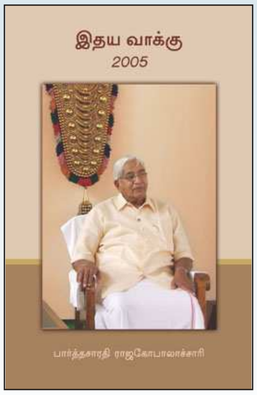
இதய வாக்கு
2005

HeartSpeak 2005
Tamil

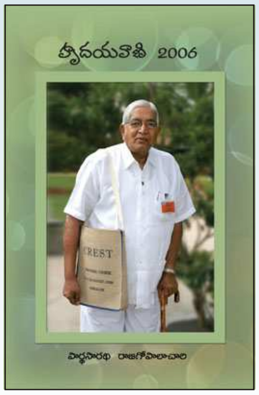

HeartSpeak 2006
Telugu

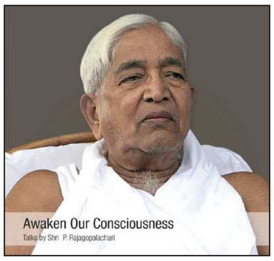
Awaken Our Consciousness
Talks by Shri P. Rajagopalachari

Awaken our Consciousness
DVD English

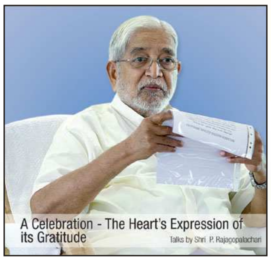
A Celebration - The Heart's Expression of its Gratitude
Talks by Shri P. Rajagopalachari

A Celebration the Heart's
Expression of its Gratitude
DVD English

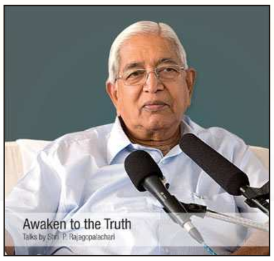
Awaken to the Truth
Talks by Shri P. Rajagopalachari

Awaken to Truth
DVD English

All these have sub-titles in English, French, Spanish, German, Italian, Russian, Tamil, Teugu, Hindi and Kannada.

ANNOUNCEMENTS

ঘোষণা – CREST বার্লিন, জার্মানী

জার্মানীর বার্লিনে সহজমার্গ স্পিরিচ্যুয়ালিটি ফাউণ্ডেশানের সম্পত্তিকে গুরুদেব ইউরোপের CREST হিসাবে ঘোষণা করেন। ভ্রাঃ ক্রীস্চান ম্যাকেটানজকে CREST এর নির্দেশক হিসাবে নিয়োজিত করেন।

সৎকোলের আবেদনপত্র

২০১১ বসন্তকালীন দলের জন্য জানুয়ারী থেকে মার্চ ২০১১ তে সতকোলে যাবার আবেদনপত্র অনলাইনে দেওয়া আছে।

http://www.sahajmarg.org/smww/satkhol/applications-guidelines

আবেদনপত্র পাঠাবার আগে নির্দেশাবলী ভালোভাবে পড়ে নিন। যাদের ইন্টারনেট নেই তারা প্রশিক্ষক, ZiC/CiC র সহায়তা নিতে পারেন। যে কোনো রকম জিজ্ঞাসা থাকলে সৎকোলের প্রশাসনিক দপ্তরে যোগাযোগ করুন। ০৪৪–২২৫২১০৯৯ / ০৪৪–৪২১৭১১১১, এক্সট. ২১৮.

অতীতের গভীর গহনে

১৯৮৪ তে বাবুজীর ৮৫ তম জন্মোৎসব পালন

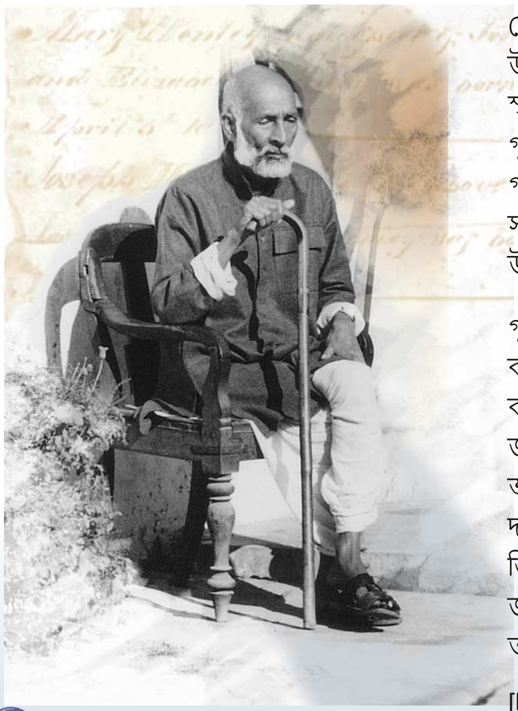

বাবুজী মহারাজের মহাসমাধির পর প্রথম উৎসব ছিল তাঁর জন্মদিন পালন, যেখানে ৩৫০০ অভ্যাসী দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যোগ দিতে আসে। চেন্নাইয়ের ভাদাপালানিতে বিজয়া শিষমহলে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নিকটবর্তী এক বিবাহভবনে অভ্যাসীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং উৎসব স্থানে আসা যাওয়া করার জন্য পরিবহন ব্যবস্থাও ছিল। ২৯ এপ্রিল থেকে ১ মে পর্যন্ত এই উৎসব চলে। গুরুদেব প্রত্যেক দিন সকাল সন্ধ্যা সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। উৎসব সংক্রান্ত প্রতিটি বিষয়ে তিনি গভীরভাবে তত্ত্বাবধান করেন এবং তাঁর স্ত্রী সুলোচনার অকুন্ঠ সহযোগিতা পান। তাঁর অসীম কৃপায় সমগ্র বাতাবরণ প্রেম, খুশী ও স্বর্গসুধায় পরিপূর্ণ ছিল। গুরুদেবের পিতা সি. এ. রাজাগোপালাচারীও উৎসবের দিনগুলোতে উপস্থিত ছিলেন। বাবুজীর বাণী সম্বলিত এক ছোট পুস্তিকা ঐ দিন প্রকাশিত হয়।

গুরুদেব তাঁর ভাষণে আগামী দিনের কাজের উল্লেখ করে বাবুজীর স্বপ্ন পূরণের ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব, কর্তব্যকে একবার মনে করিয়ে দেন। মিশনের এই ঐতিহাসিক বার্তায় তিনি উল্লেখ করেন যে, যে সব কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে তা একমাত্র 'তাঁর ইচ্ছা'তেই। আমাদের হৃদয়ে পরিবর্তনের যে আশা জাগরিত হয়েছিল তা তিনি আমাদের যা তৈরী করতে চান তাই তৈরী হওয়ার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ করে। আধ্যাত্মিকতা আমাদেরকে আগামী হাজার হাজার বছরের মানবের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করার জন্য দায়িত্ব অর্পণ করে, যা কিনা এক পবিত্র বিশ্বস্ত কর্তব্য এবং বংশপরম্পরায় সারা বিশ্বের সব আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসুদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। কারণ এ এক পবিত্র ও অকৃত্রিম স্বত্ত্বা। সবশেষে তিনি 'উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত'র বার্তা দিয়ে বলেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর পরিতৃপ্তি অনুযায়ী আধ্যাত্মিক কাজ সম্পূর্ণ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্রামের কোনো অবকাশ নেই "।

[Portion of the text derived from “And He marches On”, a special commemorative addition, 24th July, 2007].

নতুন জ্যোতির্কেন্দ্র

উদুমালপেট

১৯৯০ সালে উদুমালপেটে এই কেন্দ্র শুরু হয়। এখন সেখানে ৩ জন প্রশিক্ষক ও ১৫০ জন অভ্যাসী রয়েছে। রাজাভুরের প্রশান্ত বাতাবরণে অবস্থিত এই আশ্রম 'শান্তি আশ্রম' নামে গুরুদেব ভূষিত করেছেন। শহরের মূল কেন্দ্র থেকে ৬ কিমি দূরে এই আশ্রম অবস্থিত।

এক বছর আগে গুরুদেবের অফিস উদ্‌ঘাটন হয়েছে এবং আশ্রমের জমির নিবন্ধিকরণ করা হয়েছে। প্রায় ৫ একর জমি আশ্রমের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে আর ৮ একর জমি অভ্যাসীদের আবাসনের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।
২০১০ সালের ৫ ডিসেম্বর ৭৫ জন অভ্যাসীর উপস্থিতিতে ভ্রাঃ এন প্রকাশ সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। ৬০X৪০ বর্গফুটের ধ্যানকক্ষে প্রায় ৩০০ জন অভ্যাসীর বসার ব্যবস্থা রয়েছে।

দিন্দিগুল

১৯৯১ সালের মার্চ মাসে এই কেন্দ্র শুরু হলে প্রথমে এক অভ্যাসী ভগিনীর বাড়িতে সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হত। অভ্যাসী ক্রমশ বাড়তে থাকলে রবিবার সৎসঙ্গের স্থান পরিবর্তন করে অমলাদেবী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

শহর থেকে ১৫ কিমি দূরে ভাটপাড়ায় ২ বছর আগে আশ্রমের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। ঐ অঞ্চলে অনেক জেসমিন ফুলের বাগান ও নারকেল বাগান আছে। ভাথলানকুন্দু রাস্তার উপরে আশ্রম অবস্থিত যা কিনা কোদাইকানল যাবার পথে পড়ে।

লাগাতার ২ বছর অস্থায়ী কুটিরে আশ্রমের কাজ চলে যতক্ষণ না নতুন ধ্যানকক্ষ তৈরী হয়েছিল। গুরুদেব ৫ ডিসেম্বর ২০১০ থেকে নতুন ধ্যানকক্ষে ধ্যান করার অনুমতি দেন এবং ঐ দিনই প্রথম সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। ভ্রাঃ বিশ্বনাথ রাও ৫০ জন অভ্যাসীর উপস্থিতিতে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। দুপুর ১ টায় আরও একবার ভ্রাঃ এন প্রকাশ সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। ঐ দিন মাসের প্রথম রবিবার হওয়ায় প্রথামত পুরোদিনের কার্যক্রম রাখা ছিল। অনেক অভ্যাসী ভাই বোনেরা ঐ দিনের বিষয় হৃদয়ের কথা–র উপর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। এ ছিল সারাদিনের ফলপ্রস্ কার্যক্রম।

থিরুভান্নামালাই, তামিলনাড়ু

চেন্নাই থেকে ১৮৫ কিমি দূরে থিরুভান্নামালাইতে এক নতুন জ্যোতির্কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ১০ বছর আগে প্রশিক্ষক ভেলু এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন থেকেই তা ধীর গতিতে এগোচ্ছিল। নতুন ধ্যানকক্ষ নির্মাণের অনুমতি গুরুদেব দেবার সঙ্গে সঙ্গে খুব কম সময়ের মধ্যে এটি তৈরী হয়।

১৪ নভেম্বর ধ্যানকক্ষের উদঘাটন হয়। তামিলনাড়ুর ZiC (উত্তর) ভ্রাঃ এন প্রকাশ এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার অভ্যাসীরা ধ্যানকক্ষের উদঘাটনের দিন উপস্থিত ছিল। পাহাড় ঘেরা শান্ত বাতাবরণে ধ্যানকক্ষের অবস্থান অতি মনোরম।

ভ্রাঃ শানমুগম, ভ্রাঃ প্রকাশ, ভ্রাঃ লক্ষ্মীনারায়ণ, ভ্রাঃ থিরুনাভুক্কারাসু ঐ দিন বক্তব্য রাখেন এবং ভ্রাঃ শ্রীরামন সমাপ্তি ভাষণ দেন।

আশ্রম পরিকল্পনা – গুলবার্গা

নতুন আশ্রম ও অভ্যাসীদের আবাসনের জন্য গুলবার্গা কেন্দ্র ৩৪ একর জমি অধিগ্রহণ করেছে। ১৬ নভেম্বর গুরুদেব আশ্রম ও আবাসনের নকশায় সম্মতি দিয়েছেন। নতুন আশ্রমের নাম দিয়েছেন, 'বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রম, গুলবার্গা' এবং আবাসনের নাম দিয়েছেন 'যোগ–জীবন এনক্লেভ'। বর্তমান আশ্রমের থেকে সাড়ে সাত কিমি দূরে এই জমি অবস্থিত।

আশ্রমের জমি, ইন্দোর

৩০ একর জমিতে নতুন পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য গুরুদেব ইন্দোর কেন্দ্রকে আশীর্বাদধন্য করেছেন। বর্তমান আশ্রম থেকে ১২ কিমি দূরে নতুন আশ্রমের জমি অবস্থিত। নতুন জমিতে ১৪ নভেম্বর পুরোদিনের এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৬০০ ভাই বোন এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।

পারালাখেমুন্ডিতে নতুন কেন্দ্র, উড়িষ্যা

২০১০ এর নভেম্বরে উড়িষ্যার গজপতি জেলার পারালাখেমুন্ডিতে নতুন কেন্দ্রের সূচনা হয়। পারালাখেমুি আগে ছিল ৫ কিমি এলাকা জুড়ে এক রাজ সম্পত্তি।

দু'ভাগে প্রায় ১৯ জন অভ্যাসী এই কেন্দ্রে পরিচিতি করানো হয়। যেহেতু এখানে কোনও প্রশিক্ষক নেই তাই অন্য কেন্দ্র থেকে ভ্রাঃ সন্তোষ সাহু এই কেন্দ্রের দেখাশোনা করছেন। (তার ফোন নং ০৯৯৩৭০–৮০৭০৭) এ হল উড়িষ্যার ২০ তম কেন্দ্র।

হাসান কেন্দ্রের ১০ তম জন্মদিবস

হাসান কেন্দ্রের ১০ তম জন্মদিবস উপলক্ষে ২০১০ এর ৫ ডিসেম্বর সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নিকটর্বতী কেন্দ্র যেমন চিকমাগালুর, তিপতুর, ব্যাঙ্গালোর, মহীশুর থেকে অনেক অভ্যাসী এখানে অংশ নিতে আসে।

সকালের সৎসঙ্গ দিয়ে এই কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর অভ্যাসীরা বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন। "অভ্যাসীর চরিত্র", "দশ সূত্র", "সহজমার্গের নিয়ম ও এর সরলতা", "সহজমার্গ সাধনার মূলকথা" প্রভৃতি ছিল বক্তব্যের বিষয়। মধ্যাহ্নভোজের পর প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণকারীদের সাধনা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। অভ্যাসীদের জন্য গুরুদেবকে তাঁর জীবনে কত কষ্ট ও আত্মত্যাগ করতে হয় সে বিষয়েও বক্তারা আলোকপাত করেন। সন্ধ্যার সৎসঙ্গের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

গৃহ সমাবেশ

থেনি, তামিলনাড়ু

২৩ অক্টোবর ২০১০ তামিলনাড়ুর ZiC ভ্রাঃ বিশ্বনাথ রাও বোদিনাইকানুর ও কুমবুম সমাবেশে যোগ দেন। সমাবেশের আয়োজন করেন ভ্রাঃ আর সুন্দরম ও ভঃ শুভশ্রী শ্রীনিবাসন। বোদিনাইকানুরে সমাবেশে এমন কিছু অভ্যাসী যোগ দেয় যারা অনেকদিন হল অভ্যাস করছে না এবং তারা আবার অভ্যাস করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

কুমবুমে প্রায় ৪০ জন উৎসাহী ব্যক্তি মুন্নারের পাদদেশে এক অভ্যাসীর ঘরে সমবেত হয়। ভ্রাঃ সুন্দরম উপস্থিত অতিথিদের কাছে সহজমার্গ ও মিশন সম্বন্ধে বলেন।

হায়দ্রাবাদ

এখানকার বিভিন্ন উপকেন্দ্রে সাপ্তাহিক ও মাসিক হিসাবে গৃহ সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। এ হেন সমাবেশে বর্তমান অভ্যাসী এবং যারা নতুন ও সহজমার্গ বিষয়ে জানতে আগ্রহী তারা উপস্থিত ছিলেন। বর্তমান অভ্যাসীদের জন্য নিজেদের আরও বেশী করে খুলে দেওয়া এবং সহজমার্গের গুরু, মিশন ও পদ্ধতির বিষয়ে আরও গভীর সচেতনতা জাগিয়ে তুলে এক পরিবারের একতার উপর জোর দেওয়া হয়।

প্রতিবেশী ও বন্ধুরা যারা আধ্যাত্মিকতার বিষয়ে আগ্রহী তাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সমাবেশে সাধারণ বাক্যালাপের মধ্যে দিয়ে ও মতামত বিনিময় করে অংশগ্রহণকারীরা চর্চা করে।

হায়দ্রাবাদের মালকাজগিরি উপকেন্দ্রে প্রায় ৩০ জন অভ্যাসী গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ প্রত্যেক শনিবারে একত্র হন এবং সাধনা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আলোচনা করে।

আঙ্গুলে পারিবারিক সমাবেশ, উড়িষ্যা

অভ্যাসী পরিবারের মধ্যে দৃঢ় ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ে তোলার জন্য গত ৯ ডিসেম্বর ২০১০ আঙ্গুল কেন্দ্রে এক পারিবারিক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে এবং তাদের আধ্যাত্মিক জীবন যথাযথভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য নানা প্রস্তাবিত উপায়ের অবতারণা করে। এই প্রচেষ্টায় অভ্যাসীদের সামিল করতে কেন্দ্র নানা ধরণের পথ অবলম্বনের পরিকল্পনা হাতে নেয়। এ হেন সমাবেশে অভ্যাসীরা অন্তত দু'মাসে একবার একত্র হয়ে কেন্দ্রের উন্নয়নে নানা কার্যক্রম হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা করে।

সুরাটে সমন্বয়কারীদের আলোচনা চক্র

১২ ডিসেম্বর ২০১০ এ সুরাটে আঞ্চলিক স্তরে বিভিন্ন সমন্বয়কারী সদস্যদের মধ্যে সারাদিনব্যাপী এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশের উদ্দেশ্য ছিল – গৃহ সমাবেশ, মুক্ত আলোচনা চক্র, VBSE, প্রবন্ধ রচনা ও দূরবর্তী কেন্দ্র গড়ে তোলা বিষয়ক যাবতীয় সন্দেহ নিরসন করা। প্রায় ৮৪ জন এই সমাবেশে অংশ নেন। ভ্রাতা হীরেন শাহ (ZIC) স্বাগত ভাষণ দেন। অনুষ্ঠানের অন্যান্য বক্তারা হলেন ভ্রাঃ সুরেশ রাজগোপালন, ডাঃ সুরেন্দ্র আগরওয়াল, ভঃ সৌম্য রাজগোপালন, ভঃ বিভা রাথোড এবং ভ্রাঃ বিলাস ভোন্দে।

কুসংস্কার ও আধ্যাত্মিক প্রগতির উপর আলোচনা, জয়পুর (অন্ধ্রপ্রদেশ)

গত ৩১ অক্টোবর ২০১০ সালে ঐ বিষয়ের উপর জয়পুর কেন্দ্রে অভ্যাসীদের মধ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পুরানো প্রথাগত বিশ্বাস ও আচার থেকে গুরুদেবের আশীর্বাদে কিভাবে এক একজন অভ্যাসী বেরিয়ে আসতে পেরেছেন তা তাঁরা ব্যক্ত করেন। কিছু নতুন অভ্যাসী এ হেন অসম্ভবকে সম্ভব হতে দেখে বিস্মিত হয়ে যান। কয়েকজন অভিজ্ঞ বক্তা বলেন যে, নিয়মিত অনুশীলনের ফলে ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে এবং গুরুদেবের সহায়তায় একজন তাঁর কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করতে পারে। এরপর মিশনের সাহিত্য পাঠের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, বিশেষ করে 'হুইস্পার ফ্রম্ দ্য ব্রাইটার ওয়ার্ল্ড' এর উপর। আলোচনা চলাকালীন সকলে গুরুদেবের উপস্থিতি উপলব্ধি করেন।

আধ্যাত্মিক রিট্রিট্

দীপাবলী ছুটির সময় আমেদাবাদ কেন্দ্রে ছয়দিনের এক আধ্যাত্মিক রিট্রিট্ কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়। গুজরাটের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে ১২৫ জন অভ্যাসী এই সুযোগ গ্রহণ করে যোগাশ্রমে থেকে যান। প্রত্যেকদিন সৎসঙ্গ, যোগ, ডিভিডি দেখানো, ব্যক্তিগত সিটিং এবং নীরবতা পালনের মতো নানা কার্যক্রম নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারীরা নানা ধরণের স্বেচ্ছাসেবী কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেন। ভ্রাঃ সুরেশ রাজগোপালন সাধনা সংক্রান্ত এক মত–বিনিময় অধিবেশনের আয়োজন করেন। ভ্রাঃ ধরমেশ ও ভঃ কস্তুরী VBSE র উপর এক উপস্থাপনা পেশ করেন। কিছু নতুন অভ্যাসীকে ঐদিন প্রথম সিটিং দেওয়া হয়।

প্রকাশনা গোষ্ঠির কর্মশালা, দঃ কর্ণাটক

মিশনের বিভিন্ন প্রকাশনা যাতে অভ্যাসীদের কাছে পৌঁছতে পারে সে বিষয়ে স্বেচ্ছাসেবীদের অনুশীলন দেবার জন্য গত ১৮, ১৯ ডিসেম্বর মাইশোর আশ্রমে প্রকাশনা সংক্রান্ত দুদিনের এক আবাসিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ১৫টি কেন্দ্র থেকে প্রায় ৫৪ জন অভ্যাসী এতে যোগ দেন। অংশগ্রহণকারীদের নানা বিষয়ে যেমন: বিক্রি করা, হিসাবরাখা, স্টক নেওয়া, অনুদান সংগ্রহ ও তার হিসাব রাখা এবং মিশনের প্রকাশনা সমূহ বিতরণের সম্যক জ্ঞান প্রদান করা হয়। অভ্যাসীদের প্রকাশনা বিভাগে ঠিকমত কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত করার এক নিয়মিত পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।

ভাদোদ্রা, গুজরাট

২৪ অক্টোবর ভাদোদ্রাতে এক মুক্ত আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। ONGC কলোনীর প্রায় ১৫০০ জনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ONGC প্রেক্ষাগৃহে সকাল ৭.৩০ মিনিটের সৎসঙ্গের পর অনুষ্ঠান শুরু হয়। সকাল দশটা থেকে অতিথি সমাগম শুরু হয়। প্রথম অধিবেশনে 'আধ্যাত্মিকতা কেন' এই বিষয়ের উপর আলোচনা করতে গিয়ে ভারসাম্যযুক্ত অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়। ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেল সহজমার্গের উপর বিশদ আলোচনা করেন। তিনি সকলকে এই আধ্যাত্মিক সফরে সঙ্গী হতে উৎসাহিত করেন। শ্রোতার খুব মনযোগ দিয়ে সব বক্তব্য শোনেন। চা–বিরতির সময় প্রশিক্ষকরা আগ্রহী ব্যক্তিদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন। প্রশিক্ষকের তালিকা সহ আশ্রমের ম্যাপ সব অতিথির হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রায় ১৭০ জন উপস্থিত অতিথির মধ্যে ৮০ জন সিটিং নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

সারাদিনব্যাপী কার্যক্রম

চিন্নাভাল্লিকুলাম আশ্রম, বিরুধনগর, তামিলনাড়ু

৩১ অক্টোবর চিন্নাভাল্লিকুলাম আশ্রমে সারাদিনব্যাপী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিরুধনগর, কোভিলপট্টি এবং কারিয়াপট্টি কেন্দ্র থেকে ৪৪ জন অভ্যাসী ঐদিন উপস্থিত ছিলেন। সকালে সৎসঙ্গের পর 'চরিত্র নির্মাণ' ও 'নীতি ও নৈতিকতা'র উপর গুরুদেবের একটা ভাষণ শোনানো হয়। অংশগ্রহণকারীরা উৎসাহের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরে সামিল হন।

মাদুরাই আশ্রম, তামিলনাড়ু

৩১ অক্টোবরের আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাদুরাই থেকে প্রায় ৫০০ অভ্যাসী এতে অংশগ্রহণ করেন। ভ্রাঃ পি. পালানিয়াপ্পান প্রারম্ভিক ভাষণ দেন এবং অভ্যাসীদের গুরুদেবের বক্তব্য শুনে তা হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক বাতাবরণ উপভোগ করতে বলেন। ভঃ এ. সান্তাকুমারী 'সহজমার্গের মূল বিষয়'এর উপর ভাষণ দেন। ভঃ এস. পালানিয়াম্মাল 'সাধনা'র উপর, ভঃ এ.জি. থাঙ্গাম 'দশ সূত্র ও নিজেদের জীবনে তার প্রভাব'এর উপর এবং 'আধ্যাত্মিক পরিবর্তন'এর উপর ভঃ লতা শিবরামন বক্তব্য রাখেন। 'সর্বোত্তম চরিত্র'এর উপর গুরুদেবের প্রদত্ত ভাষণের উপর ব্যাখ্যা করেন ভ্রাঃ পি. পালানিয়াপ্পান। সৎসঙ্গের পর অনুষ্ঠান শেষ হয় যা সমগ্র চিন্তাকে এক সুষ্ঠুরূপ দিতে সাহায্য করে।

১৪ নভেম্বর ভ্রাঃ টি.ভি. বিশ্বনাথ রাও, ZiC মাদুরাই আশ্রম পরিদর্শন করে 'পঠন এলাকা' উদ্‌ঘাটন করেন। সৎসঙ্গের পর ৫০০ জন অভ্যাসীর উপস্থিতিতে তিনি 'চরিত্র নির্মাণ' এর উপর এক ভাষণ দেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন এক আধ্যাত্মিক মানব হিসাবে কিভাবে আমাদের ব্যবহার করা উচিত এবং এক্ষেত্রে পরিবর্তন আনয়নের জন্য গুরুদেবের প্রাণাহুতির কথা উল্লেখ করেন। পঠন এলাকার ছাদ নির্মাণের টিন W.H.Q সরবরাহ করেছিল। শিশু দিবসে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে শিশুদের জন্য কিছু কার্যক্রম রাখা হয়েছিল। প্রায় ৭০ জন শিশু তাদের অভিভাবক সহ সহর্ষে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।

হারদোই. উত্তর প্রদেশ

৫ ডিসেম্বর হারদোইতে এক গোষ্ঠিগত আলোচনা চক্রে ভ্রাঃ সঞ্জয় অংশগ্রহণকারী অভ্যাসীদের ও অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধান করেন। অংশগ্রহণকারীদের দুটো দলে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। আলোচনার বিষয় ছিল 'অভ্যাসীর আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশ'। প্রত্যেক দল তাদের বক্তব্য কিছু সময় ব্যক্ত করেন। অধিবেশন শেষে ভ্রাঃ সঞ্জয় এই মর্মস্পর্শী অধিবেশনে যোগদানের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। সমগ্র সমাবেশ প্রিয়তম গুরুদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ ছিল।

রামানাথাপুরম

৪০ জন অভ্যাসী ও প্রশিক্ষকের উপস্থিতিতে ২১ নভেম্বর রামানাথাপুরমে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রামানাথাপুরম, পরমাকুড়ি, মানামাদুরাই ও শিবগঙ্গাই কেন্দ্র থেকে অভ্যাসীরা এখানে আসেন। আলোচ্য বিষয় ছিল "সহজমার্গ অভ্যাসী হিসাবে গর্ব অনুভব করার কি আছে?" এরপর 'আধ্যাত্মিকতার গুরুত্ব'এর উপর গুরুদেবের ভিডিও প্রদর্শন করা হয়।

শিবগঙ্গাই

শিবগঙ্গাই, মানামাদুরাই, পরমাকুড়ি, রামানাথাপুরম এবং মাদুরাই কেন্দ্র থেকে ৯০ জন অভ্যাসী গত ২৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। গুরুদেবের কথা হল 'তুমি যদি সহজমার্গ ঠিক বুঝতে না পারো, তাহলে অভ্যাসও ঠিকমত করতে পারবে না'। অনুষ্ঠানের আলোচ্য বিষয় ছিল, 'ধ্যান কি?' 'ধ্যানের গুরুত্ব', 'সহজমার্গ ধ্যান' এবং 'ধ্যানের উৎকর্ষ'।

শিবগঙ্গাই

বিরুধনগর

শিবগঙ্গাই

Natrampalli

তিরুপ্পুরে সারাদিনের কার্যক্রম

১২ ডিসেম্বর তিরুপ্পুরের ডি জে পার্কে সারাদিনের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার সৎসঙ্গের পর ভ্রাঃ বিশ্বনাথ রাও ZiC প্রারম্ভিক ভাষণ দেন যাতে তিনি গুরুদেবের সম্প্রতি ভাষণ 'করো অথবা মরো' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

সারাদিনের কার্যক্রমের বিষয় ছিল, 'চরিত্র নির্মাণ' । ভ্রাঃ আর সুন্দরম ঐ বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন। চরিত্র নির্মাণের কিছু মুখ্য দিক ভাষণে তুলে ধরা হয় । অংশগ্রহণকারীরা সারাদিনের এই অনুষ্ঠানে যারপরনাই উপকৃত হয়।

নিজামাবাদ, বানসওয়াদাতে ছাত্রদের উদ্দ্যেশে ভাষণ

নিজামাবাদ জেলার বানসওয়াদাতে শ্রীকৃষ্ণবেণী ট্যালেন্ট স্কুলের ছাত্রদের জন্য "মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিকতা"র উপর ১১ ডিসেম্বর এক বক্তৃতার আয়োজন করা হয় । শিশুরা সাধারণ ক্রীড়ার মাধ্যমে দলবদ্ধ শক্তির জোরালো বার্তা তুলে ধরে। ১৬ জন শিক্ষক এবং প্রথম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ৪০০ জনেরও বেশী ছাত্র এতে অংশ গ্রহণ করে।

সেখানকার সাই কীর্তি জুনিয়ার কলেজও স্নাতক স্তরে একই ধরণের অনুষ্ঠান করার জন্য অনুরোধ করে। প্রায় ২০ শিক্ষক ও ১০০ জন ছাত্র এই মতবিনিময় অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। জীবনে ভারসাম্যতার প্রয়োজন, মানবিক মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিকতার বিষয়ে ছোট ছোট নিরীক্ষামূলক উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের কাছে তুলে ধরা হয়।

সহজমার্গের সৈন্যরা, দক্ষিণ কর্ণাটক

গত ১৩, ১৪ নভেম্বর তামিলনাড়ুর নেট্রামপল্লী আশ্রমে দক্ষিণ কর্ণাটকের ৪৭ জন অভ্যাসীদের নিয়ে 'সহজমার্গের সৈন্য' বিষয়ে দু'দিনের এক আবাসিক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে ব্যাঙ্গালোরে গুরুদেব প্রদত্ত ভাষণ "আধ্যাত্মিকতার সেনাবাহিনী"তে উদ্দীপিত হয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তিনি এই কথা বলেছেন, তাই তৈরী থাকো। এটা খুবই শক্ত। কিন্তু আধ্যাত্মিকতায় সৈন্য চাই । আমরাই আমাদের সংস্কার ধ্বংস করি, আমাদের কু–অভ্যাস ধ্বংস করি, নিজেদের নেতিবাচক চিন্তা ধ্বংস করি এবং তার ফলে আমরা ভিতর থেকে এক দিব্য ব্যক্তিত্বে প্রকাশিত হই।

এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ কর্ণাটকের স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করে সহজমার্গ সৈনিক হিসাবে সকলকে উপস্থাপিত করা।

অধিবেশন পাঁচটা মত বিনিয়ম পর্যায়ে ভাগ করা হয়, যেমন –সহজ মার্গ জীবনধারা কেমন করে অতিবাহিত করা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিজেকে গড়ে তোলা, যোগ্য স্বেচ্ছাসেবী, অভ্যাসীর ব্যক্তিত্ব এবং সঠিক ও ফলপ্রসূ উপায়ে সহজমার্গ সহজমার্গ সাধনা করা।

অভ্যাসীদের আদর্শ গুণাগুণ কি কি থাকা উচিত, সে বিষয়ে এক তালিকা প্রস্তুত করতে বললে সকলে উপলব্ধি করে যে যদিও সহজমার্গ খুব সহজ পদ্ধতি কিন্তু মানবজীবনে পূর্ণতা অর্জন খুব কষ্টকর এবং তাতে অনেক অধ্যাবসায় ও নিষ্ঠার প্রয়োজন। তারা এও অনুভব করে যে, এই অনুষ্ঠান তাদের মানসিকতায় অনেক পরিবর্তন এনেছে এবং তারা এখন থেকে নিয়মিত অভ্যাস করার ব্যাপারে তৎপর হবে।

অভ্যাসীদের জন্য কর্মশালা – ম্যাঙ্গালোর

১৭ অক্টোবর ম্যাঙ্গালোরে ভ্রাঃ মোহনদাস ৩২ জন অভ্যাসীদের মধ্যে এক কর্মশালার আয়োজন করেন । আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল "আমার গুরুদেব", "আমার পদ্ধতি" ও "আমার মিশন"। 'জীবনে গুরুর মাহাত্মে'র উপর এক ডিভিডি চালানো হয়। 'সহজমার্গের গুরুদেবে'এর উপর তিনি এক উপস্থাপনা পেশ করেন যাতে মানবজগতের উপর তাঁদের অবদান ও অধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের প্রভূত উল্লেখ ছিল। এরপর "আমার পদ্ধতি" বিষয়ে আলোচনা হয়। তিনি স্বেচ্ছাসেবী কাজের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। "গুরু এবং শিষ্য" এর উপর এক ডিভিডি চালানো হয়। তারপর নানা বিষয়ে গোষ্ঠিগত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ভ্রাঃ মোহনদাস চরিত্র নির্মাণের উপর বিশেষ জোর দিয়ে বলেন, বাহ্যিক ব্যবহারে পরিবর্তন আনা অভ্যাসীর দায়িত্ব।

সমাপ্তিভাষণে ভ্রাঃ কে. রাধাকৃষ্ণণ বলেন, এই কর্মশালা আমাদের ভালোর জন্য বিশেষ করে তিনটি "এম" এর উপযোগিতা সম্যক ভাবে উপলব্ধি করে গুরুদেবের প্রত্যাশা মত দ্রুত মানবজীবনের পরম লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত

৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা জানুয়ারী ২০১১

শ্রী রাম চন্দ্র মিশন®
ইকোজ্ ইন্ডিয়া নিউজ্লেটার

জ্যোতির্কেন্দ্র

করিমনগর আশ্রম

ABHYASIS OF KARIMNAGAR
WELCOME
TO
BELOVED MASTER
PUJYASHRI P. RAJAGOPALACHARIJI MAHARAJ
PRESIDENT S.R.C.M. - H.Q.S. CHENNAI

অন্ধ্র প্রদেশের করিমনগর জেলায় SRCM এর সবচেয়ে প্রাচীনতম কেন্দ্র। এই ব্যস্ত শহরে এখন দুটি আশ্রম আছে। পুরানো আশ্রম মানকাম্মা থোটা এবং বর্তমান আশ্রম শহর থেকে ১৫ কিমি দূরে হায়দ্রাবাদ সড়কের (NH-7) উপর অবস্থিত। ১৯৭৫ সালে সহজমার্গ করিমনগরে জনসমক্ষে আসে। প্রথমে ভ্রাঃ এন. এস. রাজুর বাড়ীতে সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৯ সালে ৪ জুলাই পূজ্যশ্রী বাবুজী মহারাজ স্থায়ী ধ্যান কক্ষ গড়ে তোলার অনুমতি দেন।

FREE PUBLIC READING FACILITY
SHRI RAMCHANDRA MISSION - KARIMNAGAR CENTRE - ALL ARE WELCOME

মানকাম্মা থোটা–য় আশ্রম

১৯৮০ সালে ১০০০ বর্গমিটার জমি কেনা হয় এবং গুরুদেব আশ্রম তৈরীর জন্য ১৯৮৭ সালে অনুমতি দেন। ১৯৯০ সালে আশ্রমের নির্মাণ কাজ শেষ হয়।

পার্থসারথিনগরে আশ্রম

২০০৪ সালে ৫ এপ্রিল গুরুদেব শহর ঘেরা এই আশ্রমের উদ্‌ঘাটন করেন। ১৬.৫ একর জমির মধ্যে আশ্রমের জন্য নির্ধারিত ছিল ৪.৫ একর জমি।

৩০০ অভ্যাসী বসার মত ধ্যান কক্ষ (৫০ X ৬০ ফুট) আশ্রমে রয়েছে। এছাড়া রান্নাঘর, খাবার ঘর, গ্রন্থাগার, সৌচাগার সবই পৃথক ভাবে আছে। অতিথিশালা সহ সুসজ্জিত গুরুদেবের কুটির আকর্ষণীয়।

গুরুদেব তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন,"আমাদের বাড়িতে বৈকুন্ঠ রচনা করতে চাই। এটা সম্ভব, যদি তুমি তোমার হৃদয়কে এমনভাবে গড়ে তুলতে পারো। তাহলে আর বৈকুন্ঠে তোমার যেতে হবে না, বৈকুন্ঠ তোমার বাড়িতে হাজির হবে। কিন্তু তা তোমার হৃদয়ের উপর নির্ভর করবে। এ হেন হৃদয় গড়ে তুলতে হলে তোমাকে এখানে আসতে হবে"।

কয়েকবছর গুরুদেব অনেকবার করিমনগর পরিদর্শন করেন। ১৯৮৭ মার্চ, ১৯৮৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ অক্টোবর, ১৯৯৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ অক্টোবর, ২০০২ ফেব্রুয়ারী এবং শেষবার ২০০৪ সালে এপ্রিলে তিনি আসেন। তিনি একবার বলেন, করিমনগর তাঁর কাছে 'করিবনগর', অর্থাৎ হৃদয়ের কাছাকাছি। তিনি তেলেগুভাষায় অনেক বক্তৃতা দেন যা অভ্যাসীরা আগ্রহ ভরে শোনেন।

দুটো পুরানোদিনের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল। প্রথমটা মাসের ২য় রবিবার পার্থসারথিনগর আশ্রমে এবং দ্বিতীয়টা মাসের শেষ রবিবার মানকাম্মা থোটা আশ্রমে। ২৫০ জন অভ্যাসী ও ৭০ জন শিশু নিয়মিত এইসব মাসিক সমাবেশে যোগ দেন। আশ্রমের সবরকম কাজ গুরুদেবের কথামত হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, "আমি আশা করি, তুমি এখানে এসে বুঝতে পেরেছ যে ধ্যানের প্রয়োজনীয়তা কি, যাতে হৃদয় উন্নত হয়, যাতে সাফাই এর মাধ্যমে সব জড়তা দূর হয়ে যায়, তাই একে এমন এক স্থানে পরিণত করো যাতে এই স্থান গুরুদেবর যোগ্য হিসেবে পরিগণিত হয় এবং এখানে চিরতরে অবস্থান করতে পারেন"।

To download or subscribe to this newsletter, please visit http://www.sahajmarg.org/newsletter/india For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org
© 2011 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved. "Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", "SRCM", "Constant Remembrance" and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.This Newsletter is intended exclusively for the members of SRCM. The views expressed in the various articles are provided by various volunteers and are not necessarily those of SRCM.